আপনার প্রতীক

জাগোবাংলা

মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

JAGO BANGLA Website : www.aitmc.org

জনগণের প্রতীক

বর্ষ — ১৭ সংখ্যা — ৪৭ (সাপ্তাহিক) • ৫ মার্চ ২০২১ থেকে ১১ মার্চ ২০২১ • ২০ ফাল্গুন ১৪২৭ • শুক্রবার • RNI No. WBBEN/2004/14087 • POSTAL REGISTRATION NO. Kol RMS/352/2012-2014 • মূল্য — ৩ টাকা

Year — 17, Volume — 47 (Weekly) • 5 MARCH, 2021 – 11 MARCH, 2021 • Friday • Rs. 3.

খেলাও হবে, জেতাও হবে

মহিলা ৫০, সংখ্যালঘু ৪২, তফসিলি ৭৯, আদিবাসী ১৭

জননেত্রীর তালিকায় ‘জয় বাংলা’

শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন দিতে পারে তৃণমূলই, বাংলা ১ নম্বর হবে : মমতা

প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করে বাংলার মানুষের আশীর্বাদ চেয়ে জননেত্রীর বক্তব্য

২৯১টি আসনে প্রার্থী ঘোষণা করছি। ৩টি পাহাড়ের আসন রয়েছে। পাহাড়ের মানুষের জন্য আমরা ছেড়ে দিচ্ছি। রাজবংশী, কামতাপুরী সম্প্রদায়ের নেতারা চিঠি দিয়ে সমর্থনের কথা জানিয়েছেন। হেমন্ত সোরেন চিঠি দিয়েছেন সমর্থন করে।

আমাদের প্রার্থীতালিকায় ৫০ জন মহিলা, মুসলিম ৪২ জন। তপসিলি জাতির আসন আছে ৬৮টি। আমরা প্রার্থী দিচ্ছি ৭৯টি। তপসিলি উপজাতি আসন আছে ১৬টি। আমরা ১৭ জনকে টিকিট দিচ্ছি। অনেককেই বাদ দিতে হচ্ছে। কোভিডের কারণে যাঁদের ৮০র বেশি বয়স হয়ে গিয়েছে তাঁদের টিকিট দিতে পারছি না। তাঁরা আমাদের প্রার্থীদের সাহায্য করবেন। পার্টির কাজ করবেন। পার্টি তাঁদের কাজে লাগাবে।

আমরা পুরনো আর নতুনের সংযোজন করে তালিকা ঠিক করেছি। প্রবীণরাও থাকবেন। নবীনদেরও তুলে আনতে হয়। কোথাও কিছু স্থানীয় সমস্যা থাকে। দীর্ঘদিন ধরে অনেকেই আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এমনও আছেন। কিন্তু তাঁদের অনেককেই আমরা টিকিট দিতে পারছি না।

আমরা ঠিক করেছিল বিধান পরিষদ তৈরি করব। যাঁদের টিকিট দিতে পারছি না তাঁদের মধ্যে রয়েছেন পূর্ণেন্দু বসু। অমিত মিত্র। অমিত দা শরীরের কারণে দাঁড়াতে পারছেন না। মনীশ গুপ্ত, জটু লাহিড়ি, মাষ্টারমশাই, ব্রজদা। অমিত মাঝি, অমল আচার্য, সমীর চক্রবর্তী। নীতিগতভাবে তাঁদের আমরা নিয়ে আসব বিধান পরিষদে। এঁরা দলে থেকে কাজ করলে তাঁদের আমরা কাজে লাগাব।

আমি নন্দীগ্রাম থেকে লড়ছি। কথা দিলে কথা রাখি। যাদবপুরে জীবন শুরু করেছিলাম। সেখানে লড়াই করেছি। ৭ বার লড়াই করে জিতেছি। তার পর আমায় মারা হয়। তার পরও দক্ষিণ কলকাতায় লড়েছি। ভবানীপুরে ২ বার জিতেছি। ভবানীপুর আমি নিজে করি। ক্লাব, পুজো সবই করি। আবার প্রয়োজন হলে দাঁড়াব। এবার শোভনদা দাঁড়াবে। ভবানীপুর আমার হাতের মুঠোয়। নতুন প্রজন্মের অনেকে টিকিট পাচ্ছেন। প্রায় ২৭-২৮ নতুন মুখ। সব ভাল ভাল ক্যান্ডিডেট এবার।

অনেক ডাক্তার এবার প্রার্থী হয়েছেন। প্রফেসর, বিভিন্ন সংস্থার, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ আছেন। মতুয়াবাড়ির মানুষেরও সমর্থন রয়েছে। এই নির্বাচনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মা-মাটি-মানুষের কাছে আশির্বাদ দোয়া শুভেচ্ছা চাইব। ভরসা রাখুন। শান্তি উন্নয়ন দিয়ে একসঙ্গে চলব। বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাব। দেশের এক নম্বর রাজ্যে পরিণত করব। বিশ্বের আলোর কাছে নিয়ে যাব। সেই স্বপ্ন তৃণমূলের আছে। আমফান, কোভিডের পরও মানুষ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা পেয়েছে। কন্যাশ্রী পাচ্ছে। রেশন পাচ্ছে বিনামূল্যে। দুয়ারে সরকার, পাড়ায় সমাধান করা হয়েছে। ম্যানিফেস্টোতে আমরা এসব লিখব। এই পরিস্থিতিতে আমরা ২০-৩০ লক্ষ মানুষের পেনশনের ব্যবস্থা করেছি। ধর্ম নিরপেক্ষভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হোক। নিজের ভোট নিজে দিন। ভুয়া প্রচারের কাছে কেউ মাথা নত করবেন না।

পাঁচের পাতায়

> আমি যাদবপুর থেকে লড়াই করে জিতে রাজনৈতিক জীবন শুরু করেছি। তখন কেউ যাদবপুরে দাঁড়াতে চায়নি। তারপর আমায় হাজরায় মারা হয়। সারা গায়ে আমার চোট। দক্ষিণ কলকাতা থেকে দাঁড়িয়ে তারপর জিতেছি। আমি আটবার লোকসভায় দাঁড়িয়েছি। সাতবার জিতেছি। ভবানীপুর থেকে দু'বার জিতেছি বিধানসভায়। এবার নন্দীগ্রাম থেকে প্রার্থী। আমাদের ২৯৪ আসনে মা-মাটি-মানুষের প্রার্থীদের হয়ে সমর্থন চাইছি। অনেক উন্নয়ন আমরা করেছি। এখন লক্ষ্য বাংলাকে ১ নম্বর রাজ্যে পরিণত করা।
>
> মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ

তৃণমূলের ইস্তাহার প্রকাশ ৯ মার্চ

নন্দীগ্রামে ১০ মার্চ মনোনয়ন মমতার

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট চাই, নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক কমিশন

উন্নয়ন হাতিয়ার করেই বিজেপিকে হারাবে তৃণমূল

শিলিগুড়িতে শনিবার সিলিন্ডার নিয়ে প্রতিবাদ মিছিলে জননেত্রী

উত্তরপ্রদেশে জঙ্গলরাজ, বাংলায় এসে কোন লজ্জায় বড় বড় কথা যোগীর?

তীর্থ রায়

গত চার বছর ধরে যিনি দেশের বৃহত্তম রাজ্য উত্তরপ্রদেশে জঙ্গলের রাজত্ব কায়েম করেছেন, সেই তিনি এখন বাংলায় এসে বড় বড় কথা বলছেন। এমনকী, তিনি বাংলার মানুষকে হুমকির সুরে বলছেন, এখানেও উত্তরপ্রদেশ মডেল করে দেবেন। যোগী আদিত্যানাথ নামে বিজেপির এই নেতাটির ধৃষ্টতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। নানারকম কারচুপি করে, দাঙ্গা করে, ধর্মের জিগির তুলে এই যোগী ভোটে জিতে এসেছেন। দেশের বৃহত্তম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে একটা জঙ্গলরাজ কায়েম করেছেন। এখন অন্যান্য রাজ্যে গিয়ে খালি হুমকি দিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতীতে দেখা গিয়েছে, এই যোগী দেশের যে রাজ্যে বা যে প্রান্তে গিয়ে বিজেপির প্রচারে অংশ নিয়েছেন, সেখানেই গেরুয়াধারীদের বিপর্যয় ঘটেছে। বাংলাতেও যোগীকে দিয়ে বিজেপির প্রচার যে তাদের কাছেই বুমেরাং হয়ে ফিরে যাবে, তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু যোগী গরম গরম কথা বলে বাংলার সম্প্রীতি নষ্ট করার খেলায় নেমেছেন। যোগীর এই অপচেষ্টার জবাব দিতে হবে রাজ্যের মানুষকে।

বৃহত্তম হলেও দেশের অন্যতম পিছিয়ে পড়া রাজ্য উত্তরপ্রদেশ। চার বছর আগে বিজেপি 'সোনার উত্তরপ্রদেশ' গড়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় এলেও, ক্রমশ এই রাজ্যের হাল খারাপ হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরোর দেওয়া তথ্যই বলছে, গোটা দেশে সারা বছরে যে অপরাধ সংঘটিত হয়, তার ১০ শতাংশের বেশি এখনও উত্তরপ্রদেশেই হয়। কখনও হাথরস, কখনও বুলন্দশহর বা কখনও আলিগড়, আমরা নিয়মিত সংবাদ মাধ্যমে খবর দেখতে পাই দলিত কিশোরী বা তরুণীকে গণধর্ষণের পর হত্যার খবর। উত্তরপ্রদেশে প্রায় দৈনন্দিন এইভাবে দলিত, সংখ্যালঘু ও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চললেও যোগী আদিত্যনাথের কিন্তু কোনও হুঁশ নেই। এইসব ঘটনা বন্ধের বিষয়ে তাঁর সরকারের কোনও উদ্যোগ বা চেষ্টাও নেই। তিনি উত্তরপ্রদেশে একটি উচ্চবর্ণের ফ্যাসিস্ট সরকার কায়েম করেছেন। যে সরকারের একমাত্র কাজই হল মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাওয়া। একদিকে সরকার যখন সাধারণ মানুষের উপর এই অত্যাচারকে প্রশ্রয় দিচ্ছে বা অত্যাচার চালিয়ে যেতে সাহায্য করছে, তখন অন্যদিকে, রাজ্যের একাংশ অসাধু ব্যবসায়ী ও জমির মালিক নির্মম শোষণ করে যাচ্ছে। এই শোষণের রাস্তা প্রশস্ত করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সমস্তরকম প্রতিবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়া, সাধারণ মানুষের মুখ থেকে প্রতিবাদের ভাষা কেড়ে নেওয়া। যোগী আদিত্যনাথ সরকারের একমাত্র কাজই হল, এই অত্যাচার ও শোষণকে কায়েম করে রাখা।

যে মানুষ নিজের রাজ্যের এইরকম একটি বর্বর সরকার পরিচালনা করছে এবং রাজ্যজুড়ে একটা জঙ্গলের রাজত্ব তৈরি করেছে, সেই ব্যক্তি কীভাবে অন্য রাজ্যে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে বড় বড় কথা বলতে পারে? নিজে বড় বড় কথা বলার আগে যোগী আদিত্যনাথের দায়িত্ব ছিল, আগে নিজের রাজ্যে শৃঙ্খলা ফেরানো, আইনের শাসন ফেরানো। যোগী আদিত্যনাথের কাজই হল, আইনের শাসনকে ভেঙে ফেলা। আইনের শাসনকে ধ্বংস করার কাজই যোগী গত চার বছর ধরে চালিয়ে আসছে।

যোগী মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসে যে অন্যায় গত চার বছর ধরে করছেন, তার ক্ষমা কখনও গণতন্ত্র করবে না। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে এইরকম স্বৈরাচারী মনোভাব নিয়ে যাঁরা চলেন, তাঁদের পরিণতি একসময় ভয়াবহ হয়। গোটা পৃথিবীজুড়েই আমরা বিভিন্ন সময় স্বৈরাচারীদের পরিণতি দেখেছি। যাঁরা তাঁদের শাসনকালে নির্মম আচরণ করে থাকেন, তাঁদের শেষও হয় অত্যন্ত নির্মমভাবে। যোগী আদিত্যনাথরা হয়তো ইতিহাসের এই শিক্ষা গ্রহণ করেননি। ইতিহাসের শিক্ষা থাকলে এমন একটি অমানবিক সরকার হয়তো যোগী আদিত্যনাথ করতেন না। উত্তরপ্রদেশে গণতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে দলিত। যোগী আদিত্যনাথের প্রচেষ্টা হল মধ্যযুগে রাজ্যটিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। সমস্ত আধুনিকতাকে বর্জন করার মধ্য দিয়ে ওই সরকার চলছে। কিছুদিন আগে আমরা কানপুরের ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি। একজন কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে ধরতে গিয়ে আটজন পুলিশের প্রাণ গেল। পুলিশকর্মীদের ঘিরে ধরে হত্যা করল বর্বর সমাজবিরোধীরা। আবার সেই কুখ্যাত সমাজবিরোধীকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসার পথে রহস্যজনক এনকাউন্টারে মারা হল। অপরাধী যত ঘৃণ্য ও নৃশংসই হোক না কেন, গণতন্ত্রে নিয়ম হল সাজা দেওয়ার আগে প্রত্যেককে বিচারের কাঠগড়ায় তুলতে হবে। যোগী রাজ্যের ক্ষেত্রে আমরা এর ব্যতিক্রম প্রত্যক্ষ করলাম। অর্থাৎ যোগী রাজ্যের প্রশাসন গণতন্ত্রের রীতিনীতিকে তোয়াক্কা করে না। আইনের শাসনকে মান্যতা দেয় না। নিজেরাই আইনের শাসক নিজেদের ইচ্ছামতো তৈরি করে নিয়েছে। যোগী আদিত্যনাথের মতো এমন এক ব্যক্তির হাতে গণতন্ত্র যে কোনওভাবেই সুরক্ষিত নয়, তার আর কোনও প্রমাণের প্রয়োজন নেই। আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য যে বৃহত্তম রাজ্যটি শাসনভার এইরকম এক স্বৈরাচারীর হাতে সমাদৃত হয়েছে। দেশের বৃহত্তম রাজ্য যদি এইভাবে নৈরাজ্যের শিকার হয়, তা হলে গোটা দেশের ভবিষ্যৎ কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, তা নিয়ে উদ্বেগ তৈরি হয়। এমন একটি নৈরাজ্য যার হাত ধরে দেশের বিরাট অঞ্চল জুড়ে চলছে সে কিনা গণতন্ত্রের পাঠ দিতে অন্য রাজ্যে যাচ্ছে। বাংলায় আমরা দেখছি, বিজেপি যোগী আদিত্যনাথের মুখকে প্রচারে হাতিয়ার করতে উদ্যোগী। বাংলার মানুষ যে বিজেপির এই প্রচেষ্টার সমুচিত জবাব দেবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যোগী আদিত্যনাথরা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তি। এই বিপজ্জনক শক্তিকে গণতন্ত্রের স্বার্থে দূরে রাখা প্রয়োজন। বাংলার মানুষ যে এ বিষয়ে সচেতন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

বাংলায় আমরা দেখছি, বিজেপি যোগী আদিত্যনাথের মুখকে প্রচারে হাতিয়ার করতে উদ্যোগী। বাংলার মানুষ যে বিজেপির এই প্রচেষ্টার সমুচিত জবাব দেবে তা নিয়ে কোনও সংশয় নেই। যোগী আদিত্যনাথরা দেশের গণতন্ত্রের পক্ষে বিপজ্জনক শক্তি। এই বিপজ্জনক শক্তিকে গণতন্ত্রের স্বার্থে দূরে রাখা প্রয়োজন। বাংলার মানুষ যে এ বিষয়ে সচেতন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

মিথ্যাচারের জবাব

বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন এসেই গেল। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বস্তরের নেতা-সদস্য-কর্মীরা ইতিমধ্যেই প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। যদিও তৃণমূল কংগ্রেস জনসংযোগ সারা বছর করে থাকে। এলাকার মানুষ দলের কর্মীদের চেনেন, পাশে পান। কিন্তু, নাগরিককে তাঁর মূল্যবান গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, স্বচ্ছভাবে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্ক জনগণকে ওয়াকিবহাল করার জন্যই এই প্রচার কর্মসূচি। অন্যদিকে, ভোট আসতেই বিরোধী শিবির বাংলার বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে নেমেছে। বাংলার যে উন্নয়ন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন, যে সামাজিক কল্যাণ কর্মসূচিতে বাংলার কোটি কোটি মানুষ উপকৃত, তার বিরুদ্ধে বিরোধীরা লড়তে পারবে না বুঝেই, বাংলা নিয়ে মিথ্যা রটনার ঘৃণ্য কৌশল নিয়েছে। বাংলায় মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। কারা তুলছে? সেই দল যাদের শাসনে থাকা রাজ্যে নারী-সুরক্ষা বলেই কিছু নেই। প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেই উত্তরপ্রদেশে নারীধর্ষণ, শ্লীলতাহানি, নারী-নির্যাতন, খুনের খবর চোখে পড়ে। তাদের শাসনে থাকা গুজরাত, যা দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজ্য, সেখানে দিনে গড়ে তিনটি ধর্ষণের ঘটনা ঘটে। সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সরকারই বিধানসভায় এই রিপোর্ট পেশ করেছে। এই সমস্ত খবর দেখলে মনে কষ্ট হয়। সেখানে বাংলায় ছবিটা কিন্তু অন্য। বাংলায় মহিলাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত। জননেত্রী বিরোধী বহিরাগত নেতাদের অভিযোগের স্পষ্ট জবাব দিয়েছেন। তাঁর কথায়, বিজেপির দলে মেয়েরা সুরক্ষিত তো? উত্তরপ্রদেশে সুরক্ষিত? বিহারে সুরক্ষিত? মধ্যপ্রদেশে সুরক্ষিত? সব জায়গায় অরক্ষিত না হলে কুরক্ষিত। বাংলায় মা-বোনেরা ভাল আছে। বাংলায় আইন-শৃঙ্খলা অনেক ভাল। সারা দেশে এই রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা সর্বসেরা। উত্তরপ্রদেশে শুধু পুলিশই নয়, সাংবাদিকরাও খুন হন। বস্তুত, কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যেই আসল সত্যটি ধরা পড়ে গিয়েছে। ২০১৭ সালে উত্তরপ্রদেশে যেখানে ৩,১০,০৮৪টি অপরাধ ঘটেছে, সেখানে পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যা ১,৬৩,৯৯৯। এরপর ২০১৮-য় উত্তরপ্রদেশে ৩,৪২,৩৫৫ এবং বাংলায় ১,৫৭,৬১০টি ও ২০১৯-এ দুই রাজ্যে অপরাধ ঘটেছে যথাক্রমে ৩,৫৩,১৩১ ও ১,৫৭,৬১০টি। কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই বলা হয়েছে, ২০১৯-এ সারা দেশের ১০.৯ শতাংশ অপরাধ ঘটেছে উত্তরপ্রদেশেই। সেখানে বাংলায় ঘটেছে ৪.৯ শতাংশ। তথ্যের আয়নাতেই বাংলার সঙ্গে অন্য রাজ্যের পার্থক্যটা বোঝা গিয়েছে।

আন্দোলন চলবে : তৃণমূল

বেড়েই চলেছে গ্যাসের দাম, ক্ষোভে ফুঁসছে মানুষ

জাগো বাংলা নিউজ : একদিকে বাড়ছে পেট্রোল-ডিজেলের দাম। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বেড়েই চলেছে রান্নার গ্যাসের দাম। কেন্দ্রের এবিষয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। তাই সাধারণ মানুষের কথা ভেবে জ্বালানির দামবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার আন্দোলনে নামলো তৃণমূল। কখনও পথে নেমে, আবার কখনও বা ট্যুইট করে কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনায় সরব তৃণমূলের সাংসদ-বিধায়করা। রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে যাওয়া নিয়ে মোদি সরকারকে তীব্র আক্রমণ করছেন অভিনেত্রী তথা যাদবপুরের তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী। ট্যুইটে লিখেছেন, 'আজ সকালে আমার বাড়িতে রান্নার গ্যাস এসেছে। আমি (দাম দেখে) মাথা ঘুরে পড়ে গেছি। প্রতিশ্রুতির কী হল? রক্ত বিক্রি করে কি ভারত আত্মনির্ভর হবে?'

ভোটের আবহে রান্নার গ্যাসের দামবৃদ্ধিকে ইস্যু করে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রতিবাদ, রাস্তায় নেমে আন্দোলনের পাশাপাশি অভিনবভাবে প্রতিবাদে সামিল হয়েছেন অনেকে। রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভার কো অর্ডিনেটর তাপস চট্টোপাধ্যায় কাঠের আগুন জ্বালিয়ে ডাল-ভাত রান্না করেছেন পাড়ার নিম্নবিত্ত মানুষদের সঙ্গে। বিধাননগরের নারায়ণপুরে কাঠের উনুন জ্বালিয়ে দামবৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রতীকী আন্দোলন করে তৃণমূল। তার আগে বাবলাতলা থেকে নারায়ণপুর বটতলা পর্যন্ত জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে মিছিল করেন তৃণমূলের স্থানীয় নেতাকর্মীরা।

এর আগে পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বৈদ্যুতিক স্কুটিতে চড়ে নবান্নে গিয়ে প্রতিবাদ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর থেকেই জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে জেলায় জেলায় বিক্ষোভে সামিল হয়েছেন তৃণমূল নেতা-কর্মীরা। রান্নার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির প্রতিবাদে উত্তরপাড়ায় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি মিছিল বের হয়। ওই মিছিলটি শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে। শেষ পর্যন্ত উত্তরপাড়ার শিবতলায় জিটি রোড লাগোয়া যে গ্যাসের অফিস আছে, সেখানে তারা বিক্ষোভ অবস্থান করে। বিক্ষোভ চলে বহরমপুর, হাওড়া, দুই চব্বিশ পরগণা-সহ রাজ্যের অধিকাংশ জেলাতেই।

ক'দিন আগেও ছিল ছ'শো কুড়ি। চোখের পলক পড়ার আগে হয়ে গিয়েছে সাড়ে আটশো। গ্যাস বুক করার সময় আতঙ্কে থরথর করে বুক কাঁপছে মধ্যবিত্তের। সাংসদ মিমি তো হিন্দিতে কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন। লেখেন, 'কেয়া হুয়া তেরা ওয়াদা? আত্মনির্ভর ক্যা এইসা বনেঙ্গে ইন্ডিয়া খুন বেচকে আপনা'। দেশকে আত্মনির্ভর বানানোর প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতিকেই কটাক্ষ করেছেন মিমি। 'কেয়া হুয়া তেরা ওয়াদা' বলে জানতে চেয়েছেন, সেই প্রতিশ্রুতির কী হল?

যত দফাতে ভোট হোক, জনরায়ে ক্ষমতায় আসবে বাংলার মেয়েই

জাগো বাংলা নিউজ : নির্বাচন কমিশনের ভোট ঘোষণার দিনই বাংলায় কেন আট দফা, প্রশ্ন তুলে ক্ষোভ জানিয়েছেন জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবে যত দফাতেই ভোট হোক না কেন, জিতবেন বাংলার মানুষ। জয় হবে বাংলার। বাংলার ক্ষমতায় আসবে বাংলার মেয়েই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিকভাবে কামান দেগে স্পষ্টভাষায় ঘোষণা করেছেন, বিরোধীদের হারিয়ে ভুত করে দেবেন।

এমন ঘোষণা ও এমন প্রত্যয় তিনিই দেখাতে পারেন। কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আর নির্বাচন কমিশনকে কোণঠাসা করতে তৃণমূল নেত্রীর প্রশ্ন, কাকে সুবিধা করে দিতে আট দফা? তবে যত দফাতেই হোক, চ্যালেঞ্জ যতটাই কঠিন হোক, সেই চ্যালেঞ্জ যে তিনি নেবেন তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাঁর চ্যালেঞ্জ, "আট দফাতেই খেলা হবে। হারিয়ে ভূত করে দেব। আমরা তৃণমূল স্তরের লোক। ভোটের শেষে আমাকেই জয়ীর পুরস্কার দিতে হবে। আমরাই হব উইনার।"

বস্তুত, দলনেত্রী অভিযোগ তুলেছেন কেন্দ্রের বিজেপি সরকার আর জাতীয় নির্বাচন কমিশনের যোগসাজশের কথা বলে। তিনি বলেছেন, "আমি জানতে পেরেছি, বিজেপির পার্টি অফিসে যে তালিকা তৈরি হয়েছে, বিজেপি যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাই করে দেওয়া হয়েছে।" প্রায় সব জেলাকেই দুই বা তিন ভাগে ভাগ করে নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। নিজের বক্তব্যে বারবার সেই প্রশ্নই তুলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়েও ক্ষোভ উগরে বলেছেন, "আমি শকড।" এভাবে ভোট করালে নির্বাচন প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে, বলেছেন তিনি। এ প্রসঙ্গে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার উদাহরণ টেনেছেন। বলেছেন, "ওখানে আমরা শক্তিশালী বলেই কি তিন দিনে নির্বাচন হবে একটা জেলায়? এগুলো কি নরেন্দ্র মোদি আর অমিত শাহের কথায় হয়েছে?" বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন তিনি মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলেই দেশের প্রধানমন্ত্রী আর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁকে নিশানা করে কমিশনকে চালনা করছেন। তিনি বলেছেন, "পুরুলিয়া, বাঁকুড়ায় দুই দফা, পূর্ব মেদিনীপুর দুই দফা। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আমাদের জোর বেশি। তাই ওখানে ৩ দফা! মিস্টার নরেন্দ্র মোদি, মিস্টার অমিত শাহ, আপনাদের বলে দিচ্ছি, বাংলার মানুষ এর জবাব দেবে! আমিই একমাত্র দেশের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। এক মহিলাকে এত ভয় যে, বাইরে থেকে নেতা আনতে হচ্ছে! যত ইচ্ছা নেতা আনুক। আমরা নেতা নই, ঘর মোছার ন্যাতা।"

টানা এক মাসের কাছাকাছি সময় ধরে ভোট হবে। ক্ষুব্ধ নেত্রী বলেন, "২৩ দিনের খেলা খেলবেন? আমাদের যায় আসে না। আপনারা জেলাকে ভাঙছেন। সবাইকে ভাঙছেন।" কিন্তু তিনি যে গোটা বাংলা চেনেন, সেটা মনে করিয়ে দিয়েই বলেছেন, এভাবে জেলা ভাগ করে লাভ হবে না। তাঁর কথায়, "আমি বাংলার নিজের ঘরের মেয়ে। বাংলাকে আমি খুব ভাল চিনি। আমি জেলা টু জেলা চিনি। বিধানসভা টু বিধানসভা চিনি। সব চক্রান্ত ভেঙে দেব। বাংলাকে এ ভাবে অসম্মান করার জবাব মানুষ দেবে।" ভোটের আগে এজেন্সির ক্ষমতা, এমনকী, প্রধানমন্ত্রী বা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে বলেছেন, "নির্বাচন কমিশনকে বলছি, টাকার খেলা বন্ধ করুন! আমরা কিন্তু সব বুঝতে পারছি।"

বিজেপির বিরুদ্ধে মমতার পাশে দেশের বিশিষ্ট রাজনীতিবিদরা

নবান্নে তেজস্বী, সমর্থনে এগিয়ে এলেন পাওয়ার, অখিলেশ, উদ্ধব ঠাকরে, হেমন্ত, স্তালিন, কেজরিওয়াল

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শাল উপহার তেজস্বী যাদবের।

জাগো বাংলা নিউজ : বাংলার বিধানসভা ভোটে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন জানিয়েছেন প্রবীণ এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার, আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদব ও সমাজবাদী পার্টির সভাপতি অখিলেশ যাদব। শুধু তাই নয়, সাতদিনের জন্য দলের সিনিয়র নেতাদের নিয়ে এসে তৃণমূল প্রার্থীদের সমর্থনে বাংলাজুড়ে প্রচার করবেন তেজস্বী যাদব। জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই বিজেপি-বিরোধী লড়াইয়ে তৃণমূল কংগ্রেসই এখন মূল শক্তি বলে মেনে নিয়েছেন আরজেডি, এনসিপি ও সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতারা।

কলকাতায় এসে নবান্নে গিয়ে জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করে বাংলায় দলের পূর্ণশক্তি দিয়ে পাশে থাকার কথা জানিয়েছেন বিহারের আরজেডি প্রধান তেজস্বী যাদব। । সেক্ষেত্রে বাম, কংগ্রেস, আইএসএফ-এর সংযুক্ত মোর্চা নয়, বিজেপিকে রোখার প্রশ্নে তৃণমূলই অনেক বেশি কার্যকর হবে বলেই মনে করছে ভিন রাজ্যের এই রাজনৈতিক দলগুলি। জননেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকের পর আরজেডি নেতা তেজস্বী জানান, "মমতাজি লড়ছেন মানে তো আমরাই লড়ছি। এটা মূল্যবোধ বাঁচানোর লড়াই। আমাদের যে শক্তি রয়েছে, মমতাজিকে জেতাতে কাজে লাগাব। আমাদের পুরো সমর্থন মমতাজি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে।" তেজস্বীর এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে জননেত্রীর প্রতিক্রিয়া, "উনি হিম্মত করে বলেছেন, আমি লড়ছি মানেই তেজস্বী ভাই লড়ছেন।" সন্ধ্যায় তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও এক দফা বৈঠক করেন তেজস্বী। বাংলায় দলের সমর্থকদের উদ্দেশে সমাজবাদী পার্টির সুপ্রিমো অখিলেশের বার্তা, "আমার যত শুভাকাঙ্ক্ষী, সমর্থক ও পরিচিতেরা আছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট দিন। ওঁকে জেতান। ফের সরকারে ফিরিয়ে আনুন।"

রুটি রুজির সন্ধানে বাংলায় আসা এবং বসবাসকারী বিহারিদের ভোট তৃণমূলের দিকে এলে বিজেপির হিন্দিভাষী ভোটে জোর ধাক্কা খাবে। বস্তুত বিষয়টি উল্লেখ করে নির্দ্বিধায় তেজস্বী স্বীকার করেছেন, বিহারে বিধানসভা ভোটে বাম, কংগ্রেসের সঙ্গে হাত মেলালেও এখানে পরিস্থিতি অন্য। লালু-পুত্রের বক্তব্য, "বিহারে আমাদের জোট রয়েছে। সেখানে অন্য হিসাব। কিন্তু বাংলায় সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্ষমতায় আসতে চাইছে। তাই আমাদের অগ্রাধিকার গণতন্ত্র, সভ্যতা, ভাষা, সম্প্রীতি রক্ষা এবং বিজেপিকে পরাজিত করা। এটা মূল্যবোধের বিষয়।" বিহারিদের উদ্দেশে তাঁর আহ্বান, "রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ লালুপ্রসাদ যাদবেরও সিদ্ধান্ত মমতাজিকে পুরো সমর্থন দেওয়ার এবং সাহায্য করার। মমতাজির হাত শক্ত করা আমাদের দায়িত্ব। আমাদের যে শক্তি বাংলায় রয়েছে, যে সমস্ত বিহারের মানুষ এখানে রয়েছেন, যেখানে আমাদের প্রয়োজন পড়বে, আমরা মমতাজির পাশে দাঁড়াব।" লালুপ্রসাদ যাদবের সুস্থতা কামনা করে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী বলেন, "ওঁকে জেলে রেখে যেভাবে অত্যাচার করা হচ্ছে, মানসিক চাপ দেওয়া হচ্ছে, তা ঠিক নয়। লালুজিকে জেনে-বুঝে বাইরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। কারণ লালুজি এলে বিহারে বিজেপি কিছুই পেত না। বিজেপি জেনে রাখুক, বিহারে জোর খাটিয়ে যা করেছে, তাতে সেখানে সরকার বেশিদিন টিকবে না। বাংলাতেও কোনও সিট পাবে না।" তৃণমূলনেত্রীর পর্যবেক্ষণ, "বিহারে তেজস্বীরই জেতার কথা। কিন্তু চালাকি করে জিততে দেয়নি। আজ হোক বা কাল, তেজস্বীরই সরকার হবে বিহারে।" করোনা মোকাবিলায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করে তেজস্বী বলেন, "মানুষ করোনায় যত না মরেছেন, তার চেয়ে বেশি মারা গিয়েছেন হাঁটতে হাঁটতে, রেলে কাটা পড়ে। বিহার সরকার বা কেন্দ্র লকডাউনের সময় কী করেছে, সবাই দেখেছেন।" বাংলার অগ্নিকন্যাকে সমর্থনের কথা জানিয়ে তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সিকে চিঠি দিয়েছেন সমাজবাদী পার্টির অখিলেশ যাদবও। আগামী বছর উত্তরপ্রদেশে ভোট। তার জন্য এখন থেকেই প্রচারে নেমে পড়েছেন মুলায়মপুত্র। সেখানে দলীয় সভা থেকে তৃণমূলনেত্রীকে সমর্থনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, "মমতাজি ঠিকই বলেছেন, বেশি দফায় ভোট করানো বিজেপির পুরনো রণনীতি। যত বেশি দফায় ভোট, নির্বাচনে সমস্যা তৈরি তত সহজ।"

অগ্নিমূল্য

পেট্রোল-ডিজেল ও রান্নার গ্যাস। সাধারণ মানুষকে বিজেপির বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার ডাক জননেত্রীর

মমতায় আস্থা, তৃণমূলে যোগদান শিল্পীদের

জাগো বাংলা নিউজ : জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা, ভরসা ও বিশ্বাস রেখে জনসেবার লক্ষ্য নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন এক ঝাঁক শিল্পী ও টলি তারকা। দলে যোগ দিয়েছেন প্রখ্যাত লোক সঙ্গীত শিল্পী অদিতি মুন্সী ও টলি পাড়ার চেনা মুখ্য সায়নন্তীকা বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও জননেত্রীর প্রতি আস্থা রেখে দলে যোগ দিয়েছেন সাওতালি চলচ্চিত্রের অন্যতম অভিনেত্রী বিরবাহা হাঁসদা। তাঁর অন্য পরিচয়ও আছে। তিনি ঝাড়খণ্ড পার্টি নরেনের প্রতিষ্ঠাতা নরেন হাঁসদা ও প্রাক্তন বিধায়ক চুনিবালা হাঁসদার সন্তান। বিরবাহা হাঁসদা নিজেও সক্রিয় রাজনীতি করেন।শুধু এঁরাই নন, ভোটের মুখে আরও অনেক শিল্পী, গুনীজন জননেত্রীর প্রতি আস্থা রেখে আগেই তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দান করেছেন। রয়েছেন কাঞ্চন মল্লিক, সায়নী ঘোষ, রাজ চক্রবর্তী, মানালি দে, রণিতা দাস, সৌরভ দাসেরা। এর আগে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেছেন দীপঙ্কর দে-র মতো প্রবীণ শিল্পী। সকলের লক্ষ একটাই জননেত্রীর পথে হেঁটে মানুষের সেবা করা। মনুষের জন্য কাজ করা। এছাড়াও দলে যোগদান করেছেন, উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স মিল্লাতি ইসলামিয়া সোসাইটির ছয় সদস্য। পুরমন্ত্রী তথা তৃণমূলের অন্যতম রাজ্য সাধারণ সম্পাদক ফিরহাদ হাকিম তাঁদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন। ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মহম্মদ হাসান ইমরান। যোগদানকারীদের মধ্যে ছিলেন কাদের আলি। ডুয়ার্স মিল্লাতি ইসলামিয়ার সভাপতি তিনি। সাধারণ সম্পাদক মিজানুর রহমান। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক আজাদ আনসারি। সহ সম্পাদক আহমেদ আনসারি। নাগরাকাটার ব্লক সভাপতি মহম্মদ সাইবুল হক। বানারহাটের ব্লক সভাপতি দিলওয়ার আনসারি। ডুয়ার্সের ১২টি বিধানসভা কেন্দ্রে তাঁদের প্রভাব রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রাক্তন সাংসদ ইমরান। একইসঙ্গে নিজের বক্তব্যে মিমকে কোণঠাসা করতে চেয়েছেন ইমরান। মিমের নাম না করেই প্রাক্তন সাংসদ বলেছেন, "ডুয়ার্সের এই সংগঠনটিকে হায়দরাবাদের একটি দল প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু আমাদের সঙ্গে কথা বলে ওরা বুঝেছিল যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল তৃণমূল কংগ্রেসই তাদের উন্নতির একমাত্র পথ। এ ছাড়া আর কোনও বিকল্প নেই। তাই তাঁরা তৃণমূলে যোগ দিলেন।"এদিকে প্রখ্যাত শিল্পী ও টলি তারকারা তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাদের অনেকেরই রাজনৈতিক মঞ্চে বিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকায় তাঁদের রাজনীতির পাঠ দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও ব্রায়েন তাঁদের হাতে ধরে সমস্তটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন সিনিয়র অভিনেত্রী সুদেষ্ণা রায়, পিয়া সেনগুপ্ত, সৌপ্তিক চক্রবর্তী সহ অনেকেই। পরিচালক রাজ চক্রবর্তী বলেন, "আমি পরিচালক হিসাবে নয় রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে কাজ করতে নেমেছি। তাই রাজনীতি করার জন্য কিছু জিনিস শেখা দরকার। জননেত্রীর উপরই আস্থা রয়েছে। তাঁর দেখানো পথেই মানুষের সেবা করতে চাই।" সুদেষ্ণা রায় বলেছেন, "আমরা যখনই কোনও নতুন কাজ করতে চাই, তখনই সেই কাজের তথ্য জেনে একটা পরিকল্পনা করা দরকার। তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেও, এই দল সম্পর্কে আমরা এখনও অনেক কিছু জানি না। শুধু জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আস্থা রয়েছে।"

তৃণমূল ভবনে দলীয় পতাকা তুলে নিচ্ছেন অভিনেতা সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। রয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায় ও ব্রাত্য বসু।

পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা নিচ্ছেন অভিনেত্রী বীরবাহা হাঁসদা।

তৃণমূল ভবনে দলে যোগদানের পর শিল্পী অদিতি মুন্সি। রয়েছেন সৌগত রায়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা

কোচবিহার

মেখলিগঞ্জ	পরেশচন্দ্র অধিকারী
মাথাভাঙা	গিরিন্দ্রনাথ বর্মন
কোচবিহার (উত্তর)	বিনয়কৃষ্ণ বর্মন
কোচবিহার (দক্ষিণ)	অভিজিৎ দে ভৌমিক
শীতলকুচি	পার্থপ্রতীম রায়
সিতাই	জগদীশচন্দ্রবর্মা বসুনিয়া
দিনহাটা	উদয়ন গুহ
নাটাবাড়ি	রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
তুফানগঞ্জ	প্রণবকুমার দে

আলিপুরদুয়ার

কুমারগ্রাম	লেওস কুজুর
কালচিনি	পসং লামা
আলিপুরদুয়ার	সৌরভ চক্রবর্তী
ফালাকাটা	সুভাষ রায়
মাদারিহাট	রাজেশ লাকড়া

জলপাইগুড়ি

ধূপগুড়ি	মিতালি রায়
ময়নাগুড়ি	মনোজ রায়
জলপাইগুড়ি	ডা. প্রদীপকুমার বর্মা
রাজগঞ্জ	খগেশ্বর রায়
ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি	গৌতম দেব
মাল	বুলুচিক বরাইক
নাগরাকাটা	জোসেফ মুন্ডা

কালিম্পং

কালিম্পং	বন্ধু দলের প্রার্থী

দার্জিলিং

দার্জিলিং	বন্ধু দলের প্রার্থী
কার্শিয়াং	বন্ধু দলের প্রার্থী
মাটিগাড়া-নকশালবাড়ি	নলিনীরঞ্জন রায়
শিলিগুড়ি	ওমপ্রকাশ মিশ্র
ফাঁসিদেওয়া	ছোটন কিস্কু

উত্তর দিনাজপুর

চোপড়া	হামিদুল রহমান
ইসলামপুর	আবদুল করিম চৌধুরি
গোয়ালপোখর	গোলাম রব্বানি
চাকুলিয়া	মিনহাজুল আরফিন আজাদি
করনদিঘি	গৌতম পাল
হেমতাবাদ	সত্যজিত বর্মন
কালিয়াগঞ্জ	তপন দেব সিংহ
রায়গঞ্জ	কানাহাইয়ালাল আগরওয়াল
ইটাহার	মোশারাফ হোসেন

দক্ষিণ দিনাজপুর

কুশমণ্ডি	রেখা রায়
কুমারগঞ্জ	তোরাফ হোসেন মণ্ডল
বালুরঘাট	শেখর দাশগুপ্ত
তপন	কল্পনা কিস্কু
গঙ্গারামপুর	গৌতম দাস
হরিরামপুর	বিপ্লব মিত্র

মালদহ

হবিবপুর	সরলা মুর্মু
গাজোল	বাসন্তী বর্মন
চাঁচোল	নীহাররঞ্জন ঘোষ
হরিশ্চন্দ্রপুর	তজমুল হোসেন
মালতিপুর	আবদুর রহিম বক্সি
রতুয়া	সমর মুখোপাধ্যায়
মানিকচক	সাবিত্রী মিত্র
মালদহ	উজ্জ্বল চৌধুরী
ইংলিশবাজার	কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী
মোথাবাড়ি	সাবিনা ইয়াসমিন
সুজাপুর	মহম্মদ আবদুল ঘনি
বৈষ্ণবনগর	চন্দনা সরকার

মুর্শিদাবাদ

ফরাক্কা	মনিরুল ইসলাম
সামশেরগঞ্জ	আমিরুল ইসলাম
সুতি	ইমানী বিশ্বাস
জঙ্গিপুর	জাকির হোসেন
রঘুনাথগঞ্জ	আখতারুজ্জামান
সাগরদিঘি	সুব্রত সাহা
লালগোলা	মহম্মদ আলি
ভগবানগোলা	ইদ্রিশ আলি
রানিনগর	সৌমিক হোসেন
মুর্শিদাবাদ	সায়নী সিংহ রায়
নবগ্রাম	কানাইচন্দ্র মণ্ডল
খড়গ্রাম	অসিত মার্জিত
বড়ঞা	জীবনকৃষ্ণ সাহা
কান্দি	অপূর্ব সরকার (ডেভিড)
ভরতপুর	হুমায়ুন কবীর
রেজিনগর	রবিউল আলম চৌধুরী
বেলডাঙা	হাসানুজ্জামান শেখ
বহরমপুর	নাড়ুগোপাল মুখোপাধ্যায়
হরিহরপাড়া	নিয়ামত শেখ
নওদা	শাহিনা মমতাজ বেগম (খান)
ডোমকল	জাফিকুল ইসলাম
জলঙ্গি	আবদুর রজ্জাক

নদিয়া

করিমপুর	বিমলেন্দু সিংহ রায়
তেহট্ট	তাপস কুমার সাহা
পলাশিপাড়া	মানিক ভট্টাচার্য
কালীগঞ্জ	নাসিরুদ্দিন আহমেদ (লাল)
নাকাশিপাড়া	কল্লোল খান
চাপড়া	রুকবানুর রহমান
কৃষ্ণনগর (উত্তর)	কৌশানি মুখোপাধ্যায়
নবদ্বীপ	পুণ্ডরীকাক্ষ সাহা
কৃষ্ণনগর (দক্ষিণ)	উজ্জ্বল বিশ্বাস
শান্তিপুর	অজয় দে
রানাঘাট (উত্তর-পশ্চিম)	শংকর সিংহ
কৃষ্ণগঞ্জ	ড. তাপস মণ্ডল
রানাঘাট (উত্তর-পূর্ব)	সমীর কুমার পোদ্দার
রানাঘাট (দক্ষিণ)	বর্ণালী দে
চাকদহ	শুভঙ্কর সিংহ (যিশু)
কল্যাণী	রমেন্দ্রনাথ বিশ্বাস
হরিণঘাটা	নীলিমা নাগ (মল্লিক)

উত্তর ২৪ পরগনা

বাগদা	পরিতোষ কুমার সাহা
বনগাঁ (উত্তর)	শ্যামল রায়
বনগাঁ (দক্ষিণ)	আলোরানি সরকার
গাইঘাটা	নরোত্তম বিশ্বাস
স্বরূপনগর	বীণা মণ্ডল
বাদুড়িয়া	কাজি আবদুর রহিম
হাবড়া	জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক
অশোকনগর	ধীমান রায়
আমডাঙা	মুস্তাক মোর্তাজা
বীজপুর	সুবোধ অধিকারী
নৈহাটি	পার্থ ভৌমিক
ভাটপাড়া	জিতেন্দ্র সাউ
জগদ্দল	সোমনাথ শ্যাম
নোয়াপাড়া	মঞ্জু বসু
বারাকপুর	রাজ চক্রবর্তী
খড়দহ	কাজল সিনহা
দমদম (উত্তর)	চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য
পানিহাটি	নির্মল ঘোষ
কামারহাটি	মদন মিত্র
বরানগর	তাপস রায়
দমদম	ব্রাত্য বসু
রাজারহাট-নিউটাউন	তাপস চট্টোপাধ্যায়
বিধাননগর	সুজিত বসু
রাজারহাট-গোপালপুর	অদিতি মুন্সি
মধ্যমগ্রাম	রথীন ঘোষ
বারাসত	চিরঞ্জিৎ চক্রবর্তী
দেগঙ্গা	রহিমা মণ্ডল
হাড়োয়া	শেখ নুরুল ইসলাম (হাজি)
মিনাখাঁ	ঊষারানি মণ্ডল
সন্দেশখালি	সুকুমার মাহাতা
বসিরহাট (দক্ষিণ)	ডা. সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায়
বসিরহাট (উত্তর)	রফিকুল ইসলাম মণ্ডল
হিঙ্গলগঞ্জ	দেবেশ মণ্ডল

দক্ষিণ ২৪ পরগনা

গোসাবা	জয়ন্ত নস্কর
বাসন্তী	শ্যামল মণ্ডল
কুলতলি	গণেশচন্দ্র মণ্ডল
পাথরপ্রতিমা	সমীরকুমার জানা
কাকদ্বীপ	মণ্টুরাম পাখিরা
সাগর	বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা
কুলপি	যোগরঞ্জন হালদার
রায়দিঘি	অলোক জলদাতা
মন্দিরবাজার	জয়দেব হালদার
জয়নগর	বিশ্বনাথ দাস
বারুইপুর (পূর্ব)	বিভাস সর্দার
ক্যানিং (পশ্চিম, এসসি)	পরেশ রাম দাস
ক্যানিং (পূর্ব)	শওকত মোল্লা
বারুইপুর (পশ্চিম)	বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়
মগরাহাট (পূর্ব, এসসি)	নমিতা সাহা
মগরাহাট (পশ্চিম)	গিয়াসুদ্দিন মোল্লা
ডায়মন্ডহারবার	পান্নালাল হালদার
ফলতা	শঙ্কর কুমার নস্কর
সাতগাছিয়া	মোহনচন্দ্র নস্কর
বিষ্ণুপুর (এসসি)	দিলীপ মণ্ডল
সোনারপুর (দক্ষিণ)	লাভলি মৈত্র
ভাঙড়	মহম্মদ রেজাউল করিম
কসবা	জাভেদ আহমেদ খান
যাদবপুর	মলয় মজুমদার
সোনারপুর (উত্তর)	ফিরদৌসি বেগম
টালিগঞ্জ	অরূপ বিশ্বাস
বেহালা (পূর্ব)	রত্না চট্টোপাধ্যায়
বেহালা (পশ্চিম)	ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়
মহেশতলা	দুলালচন্দ্র দাস
বজবজ	অশোক দেব
মেটিয়াবুরুজ	আবদুল খালেক মোল্লা

কলকাতা

কলকাতা পোর্ট	ফিরহাদ হাকিম
ভবানীপুরে	শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়
রাসবিহারী	দেবাশিস কুমার
বালিগঞ্জ	সুব্রত মুখোপাধ্যায়
চৌরঙ্গি	নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়
এন্টালি লেক	স্বর্ণকমল সাহা
বেলেঘাটা	পরেশ পাল
জোড়াসাঁকো	বিবেক গুপ্তা
শ্যামপুকুর	শশী পাঁজা
মানিকতলা	সাধন পাণ্ডে
কাশীপুর বেলগাছিয়া	অতীন ঘোষ

হাওড়া

বালি	রানা চট্টোপাধ্যায়
হাওড়া উত্তর	গৌতম চৌধুরি
হাওড়া মধ্য	অরূপ রায়
শিবপুর	মনোজ তিওয়ারি
হাওড়া দক্ষিণ	নন্দিতা চৌধুরি
সাঁকরাইল (এসসি)	প্রিয়া পাল
পাঁচলা	গুলশন মল্লিক
উলুবেড়িয়া পূর্ব	বিদেশ বোস
উলুবেড়িয়া উত্তর (এসসি)	ডা. নির্মল মাজি
উলুবেড়িয়া দক্ষিণ	পুলক রায়
শ্যামপুর	কালীপদ মণ্ডল
বাগনান	অরুণাভ সেন (রাজা)
আমতা	সুকান্ত পাল
উদয়নারায়ণপুর	সমীরকুমার পাঁজা
জগৎবল্লভপুর	সীতানাথ ঘোষ
ডোমজুড়	কল্যাণেন্দু ঘোষ

হুগলি

উত্তরপাড়া	কাঞ্চন মল্লিক
শ্রীরামপুর	ডা. সুদীপ্ত রায়
চাঁপদানি	অরিন্দম গুঁই
সিঙ্গুর	বেচারাম মান্না
চন্দননগর	ইন্দ্রনীল সেন
চুঁচুড়া	অসিত মজুমদার (তপন)
বলাগড় (এসসি)	মনোরঞ্জ ব্যাপারি
পাণ্ডুয়া	ডা. রত্না দে নাগ
সপ্তগ্রাম	তপন দাশগুপ্ত
চণ্ডীতলা	সাথী খন্দকার
জাঙ্গিপাড়া	স্নেহাশিস চক্রবর্তী
হরিপাল	করবী মান্না
ধনেখালি (এসসি)	অসীমা পাত্র
তারকেশ্বর	রামেন্দু সিংহরায়
পুরশুড়া	দিলীপ যাদব
আরামবাগ (এসসি)	সুজাতা মণ্ডল খাঁ
গোঘাট	মানস মজুমদার
খানাকুল	মুন্সি নাজবুল করিম

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীতালিকা

পূর্ব মেদিনীপুর	
তমলুক	ডা. সৌমেনকুমার মহাপাত্র
পাঁশকুড়া পূর্ব	বিপ্লব রায়চৌধুরি
পাঁশকুড়া পশ্চিম	ফিরোজা বিবি
ময়না	সংগ্রামকুমার দলুই
নন্দকুমার	সুকুমার দে
মহিষাদল	তিলক চক্রবর্তী
হলদিয়া (এসসি)	স্বপন নস্কর
নন্দীগ্রাম	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়
চণ্ডীপুর	সোহম চক্রবর্তী
পটাশপুর	উত্তম বারিক
কন্টাই উত্তর	তরুণকুমার জানা
ভগবানপুর	অর্ধেন্দু মাইতি
খেজুরি (এসসি)	পার্থপ্রতিম দাস
কাঁথি দক্ষিণ	জ্যোর্তিময় কর
রামনগর	অখিল গিরি
এগরা	তরুণ মাইতি

ঝাড়গ্রাম	
নয়াগ্রাম (এসটি)	দুলাল মুর্মু
গোপিবল্লভপুর	ডা. খগেন্দ্রনাথ মাহাতো
ঝাড়গ্রাম	বীরবাহা হাঁসদা
বিনপুর (এসটি)	দেবনাথ হাঁসদা

পুরুলিয়া	
বান্দোয়ান (এসটি)	রাজীব লোচন সোরেন
বলরাম	শান্তিরাম মাহাতো
বাঘমুণ্ডি	সুশান্ত মাহাতো
জয়পুর	উজ্জ্বল কুমার
পুরুলিয়া	সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায়
মানবাজার (এসটি)	সন্ধ্যারানি টুডু
কাশীপুর	স্বপনকুমার বেলথরিয়া
পাড়া (এসসি)	উমাপদ বাউরি
রঘুনাথপুর (এসসি)	হাজারি বাউরি

পূর্ব বর্ধমান	
খণ্ডঘোষ (এসসি)	নবীনচন্দ্র বাগ
বর্ধমান দক্ষিণ	খোকন দাস
রায়না (এসসি)	শম্পা ধাড়া
জামাল (এসসি)	অলোককুমার মাঝি
মন্তেশ্বর	সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরি
কালনা (এসসি)	দেবপ্রসাদ বাগ
মেমারি	মধুসূদন ভট্টাচার্য
বর্ধমান উত্তর (এসসি)	নিশীথকুমার মালিক
ভাতার	মানগোবিন্দ অধিকারী
পূর্বস্থলী দক্ষিণ	স্বপন দেবনাথ
পূর্বস্থলী উত্তর	তপন চট্টোপাধ্যায়
কাটোয়া	রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কেতুগ্রাম	শেখ শাহনেওয়াজ
মঙ্গলকোট	অপূর্ব চৌধুরি (অচল)
আউসগ্রাম (এসসি)	অভেদানন্দ থান্ডার
গলসি (এসসি)	নেপাল ঘড়ুই

পশ্চিম মেদিনীপুর	
দাঁতন	বিক্রমচন্দ্র প্রধান
কেশিয়াড়ি (এসটি)	পরেশ মুর্মু
খড়গপুর সদর	প্রদীপ সরকার
নারায়ণগড়	সূর্যকান্ত আটা
সবং	মানসরঞ্জন ভুঁইয়া
পিংলা	অজিত মাইতি
খড়গপুর	দীনেন রায়
ডেবরা	হুমায়ুন কবীর
দাসপুর	মমতা ভুঁইয়া
ঘাটাল (এসসি)	শঙ্কর দোলই
চন্দ্রকোনা (এসসি)	অরূপ ধাড়া
গড়বেতা	উত্তরা সিংহ (হাজরা)
শালবনি	শ্রীকান্ত মাহাতো
কেশপুর (এসসি)	সিউলি সাহা
মেদিনীপুর	জুন মালিয়া

বাঁকুড়া	
শালতোড়া (এসসি)	সন্তোষ মণ্ডল
ছাতনা	শুভাশিস বটবাল
রানিবাঁধ (এসটি)	জ্যোৎস্না মান্ডি
রায়পুর (এসটি)	মৃত্যুঞ্জয় মুর্মু
তালডাংরা	অরূপ চক্রবর্তী
বাঁকুড়া	সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়
বড়জোড়া	অলোক মুখোপাধ্যায়
ওন্দা	অরূপকুমার খাঁ
বিষ্ণুপুর	অর্চিতা বিদ
কোতুলপুর (এসসি)	সঙ্গীতা মালিক
ইন্দাস (এসসি)	রুনু মেটে
সোনামুখী (এসসি)	শ্যামল সাঁতরা

পশ্চিম বর্ধমান	
পাণ্ডবেশ্বর	নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
দুর্গাপুর পূর্ব	প্রদীপ মজুমদার
দুর্গাপুর পশ্চিম	বিশ্বনাথ পাড়িয়াল
রানিগঞ্জ	তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়
জামুড়িয়া	হরেরাম সিংহ
আসনসোল দক্ষিণ	সায়নী ঘোষ
আসানসোল উত্তর	মলয় ঘটক
কুলটি	উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়
বারাবনি	বিধান উপাধ্যায়

বীরভূম	
দুর্গাপুর (এসসি)	অসীমা ধীবর
সিউড়ি	বিকাশ রায়চৌধুরি
বোলপুর	চন্দ্রনাথ সিংহ
নানুর (এসসি)	বিধানচন্দ্র মাঝি
লাভপুর	অভিজিৎ সিংহ (রানা)
সাঁইথিয়া (এসসি)	নীলাবতী সাহা
ময়ূরেশ্বর	অভিজিৎ রায়
রামপুরহাট	ডা. আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়
হাসান	অশোককুমার চট্টোপাধ্যায়
নলহাটি	রাজেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ
মুরারই	আবদুর রহমান

শান্তি, সংহতি, উন্নয়ন দিতে পারে তৃণমূলই

একের পাতার পর

আর হিংস্র রাজনীতির কাছে মাথা নত করবেন না। আমি চাই কেন্দ্রীয়বাহিনী ও রাজ্যের বিহানী একসঙ্গে কাজ করুক। এটা যেন না হয় যে, 'দিল্লি থেকে এল গাই সাথে এল সিবিআই'। এমন যেন না হয় যে, কেন্দ্রীয় বাহিনী এল আর তাকে একটা নির্দেশ দিয়ে পাঠানো হল। বিজেপি পার্টি অফিস থেকে যা বলচে তাই করে যাচ্ছে। এটা যেন না হয়। আমরা নিরপেক্ষ। ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার নির্বাচন চাই। শারদ, উদ্ধবকে ধন্যবাদ জানাই তাদের সমর্থন দেওয়ার জন্য। হেমন্ত সোরেনকে ধন্যবাদ, তেজস্বী, অখিলেশকেও ধন্যবাদ। সুতরাং এই যে সমর্থন পেয়েছি, তাতে জেতার মানসিকতা দৃঢ়তা বাড়বে। আমি মনে করি বাংলা শাসন করবে বাংলার মানুষ। বাংলা বহিরাগত গুন্ডাদের দিয়ে শাসন করতে দেব না। যারা বাংলায় বাস করে বা নির্বাচনের প্রচারের জন্য আসছে তাদের বহিরাগত বলছি না। হাজার হাজার মানুষকে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে রাজ্যে। কোন কোন হোটেলে কে আছেন জানি। একেকটা জায়গা থেকে গিয়ে অপেরেট করা হচ্ছে। টাকা দিচ্ছে। এমনকী, অনেক গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় ব্যক্তি। একজন উপ-মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর গাড়িতে টাকা কেন যাবে? এসব অপারেট হচ্ছে। আমি তাদের বলছি। তারা গিয়ে নিজেদের রাজ্য সামাল দিন।

উত্তরপ্রদেশে অবস্থা দেখলেন। একইদিনে তিনটে ঘটনা ঘটেছে। একটা মেয়ে ধর্ষণ হয়েছে। তার বাবাও খুন হয়ে গিয়েছে। কোনও বিচার নেই। বাংলা নিয়ে বেশি কথা বলতে বারণ করছি বিজেপিকে এই কারণে। সিপিএম, কংগ্রেস নিয়ে না বলাই ভাল। ওরা বিজেপির সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে। আমি দীপঙ্কর ভট্টাচার্যদের ধন্যবাদ জানাই। যারা অতি বামপন্থী হলেও তারা আদর্শকে বিসর্জন দেয়নি। কিন্তু এই সিপিএম, বিজেপি, কংগ্রেসকে আমি ধন্যবাদ জানাই না। কারণ তারা কাঁধে কাঁধে মিলিয়ে চলছে। বলছে তোমার চারটে সিট আমি জেতাব। আমার চারটে সিট তুমি জেতাবে। এই আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ে আমরা নেই। তৃণমূল কংগ্রেস স্বচ্ছতার সঙ্গে লড়াই করছে। ১০০ ভাগ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে।

আমি শিলিগুড়ি যাব। ওখানে সিলিন্ডার র‍্যালি হবে। গ্যাসের দাম এত বাড়ছে। বিনা পয়সার চাল। অথচ গ্যাসে ফুটবে তার দাম ৯০০ টাকা। এ তো মহা মুশকিল। তাই আমরা সিলিন্ডার র‍্যালি করব সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তার পর ৮ তারিখ মহিলা র‍্যালি কলকাতায়। তার পর নন্দীগ্রাম যাব। ১০ তারিখ বিকেলে সাড়ে তিনটেয় মনোনয়ন দাখিল করব হলদিয়ায়। ১১-তে ফিরে ১৩ তারিখ থেকে টানা কর্মসূচি শুরু।

খেলা হবে, দেখা হবে, জেতা হবে। খেলেঙ্গে, লড়েঙ্গে, জিতেঙ্গে। বাইরে থেকে আমাদের সমর্থনে কেউ আসলে স্বাগত। তবে বাংলার নির্বাচন আমরা বাংলাতেই করে নেব। আমরা কৃতজ্ঞ। তবে কেউ আসতে চাইলে আমরা খুশি হব। তবে বিজেপির মত নয়। ৩০০ মন্ত্রী, ৪০০ সাংসদ, ৫০০ অন্য রাজ্যের মন্ত্রী। ওদের ১০০ বনাম আমাদের এক।

বাংলার সংস্কৃতি, সভ্যতা, শিক্ষা, ইতিহাস যারা জানে না, এমনকী, রবীন্দ্রনাথের জন্মভিটে জানে না, বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভেঙে দেয় তারা কখনও বাংলা শাসন করতে পারে না। আর এই লড়াই বাংলার অস্তিত্বের ঠিকানা রক্ষা করার লড়াই। আমরা সবটা জনগণের উপর ছেড়ে দিচ্ছি। ১০০ শতাংশ ভরসা আছে। বাংলার মানুষ জানে বিজেপি আসা মানে বাংলার সর্বনাশ। আর বিজেপিকে বিদায় দেওয়া মানে মানুষকে আশ্বাস দেওয়া। তৃণমূলকে নিয়ে আসা মানে বাংলার নতুন স্বর্ণ সকাল নিয়ে আসা।

এই প্রার্থী করার বেশ কঠিন। নতুন পুরনোকে নিয়ে, নানা জাতির মানুষের কথা ভেবে করতে হয়েছে। এসব আগে কখনও ছিল না। কিন্তু এখন তো বিজেপি ডিভাইড অ্যান্ড রুল করছে। ফলে সবটাই আমাদের দেখতে হয়। তাদের আসন পাওয়া মুশকিল। মেয়েদের দেখতে হয়। সংখ্যালঘুদের দিতে হয়েছে। কে কোথায় জিততে পারে, তার সম্ভাবনার ব্যাপার আছে।

এই নির্বাচন মোটেই কঠিন নয়। খুব সফট ইলেকশন। স্মাইলি ইলেকশন। ২ তারিখ গণনার পর আমরা সবাই স্মাইল করব।

ভ্যাকসিন নিয়ে আমার মনে হয় আগে সাধারণ মানুষ নিয়ে নিক। আমি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নই। আমি গুরুত্বপূর্ণ সাধারণ মানুষের জন্য। আমি বলেছি, আগে যারা ৬০ বছর পেরিয়ে গিয়েছে, কোমর্বিডিটি আছে যাদের তারা নেবে। সবার যখন হয়ে যাবে, তার পর নেব। আমি সবার জন্য ভ্যাকসিন দিতে বলেছিলাম কেন্দ্র সরকারকে। পয়সা আমি দেব। কিন্তু কিছুই এল না। তবে আমার কাছে যা আছে, তাতে ৬০ বছরের উপরের মানুষের জন্য দিয়ে দেওয়া যাবে। আমি চাই ভ্যাকসিন আমায় কেনার অধিকারটুকু দেওয়া হোক। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে সাধারণ মানুষকে দিয়ে দেওয়া হবে।

বিজেপির মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নিয়ে আমি কিছু বলতে পারব না। ওরা দর্পণে নিজেদের মুখ দেখুক। নন্দীগ্রামে আমার প্রচারে যাওয়া তো স্বাভাবিক। এটা তো 'টপ অফ দ্য টপ'। আমি এখনও পর্যন্ত ১২০-১৩০ র‍্যালি করব ঠিক করেছি। ২০টা র‍্যালি করবেন মোদি। আমার সঙ্গে ১২০টা র‍্যালি করতে বলুন। আমরা জানি বিজেপি কীভাবে প্রতারণা করে। তারা এজেন্সিগুলোর অপব্যবহার করে। পার্টি অফিস থেকে সব চালাচ্ছে। তাই আমাদের বড় সমর্থন দরকার। শুধু রাজনৈতিক কারণে নয়, ভোটের কারণে। গণতান্ত্রিক কারণে। ২১ আমার লাকি নম্বর। ২২১ পেতে পারি আমরা। তার পর দেখি আর কত পাই।

২৯৪ আসনে ২৯৪ ফেজে ওদের নির্বাচন করতে বলুন। যত বাহিনী আছে সব নিয়ে আসতে বলুন। তাতেও অমিত শাহ, নরেন্দ্র মোদিরা পারবেন না। জনতাকে ভরসা করুন। তাদের উপর ছেড়ে দিন সব। ওরাই বড় ব্যবধানে জেতায়। অনেক অফিসারকে সরানো হচ্ছে। আমরা চাই নিরপেক্ষ ভোট হোক। যারা ২০১৯-এ অফিসার ছিল, তাদেরই নিয়ে আসা হচ্ছে। কেন তারাই আসবে? তারা অত্যন্ত খারাপ। নির্বাচন কমিশন তাদের কেন পাঠাচ্ছে? আমরা আগ্রাসন নীতি নিয়েছি। শেষ দিন পর্যন্ত লড়াই হবে। তারা তাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছে আমাদের বিরুদ্ধে। আমরা তাদের গুরুত্ব দিই না। মানুষকে বিশ্বাস করি। বিজেপিকে সঙ্গে নিয়ে খেলবেন না।

আমরা আমাদের সব শক্তি নিয়ে লড়ছি। টেকনিক্যাল টিম কাজ করছে। এবার অত সহজ হবে না যে, পার্টি অফিসে বসে বিজেপি সব করে দেবে। ছাপ্পা দিয়ে দিলেই হবে না। এটা ট্রাম্পের নির্বাচন নয়। ইস্তেহার ৯ তারিখ ২ টোর সময়।

জাগোবাংলা
মা মাটি মানুষের পক্ষে সওয়াল

জয় হিন্দ

জয় বাংলা

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়

বর্ষ ১৭, সংখ্যা ৪৭। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষে ডেরেক ও'ব্রায়েন কর্তৃক তৃণমূল ভবন, ৩৬জি, তপসিয়া রোড, কলকাতা - ৭০০০৩৯। ফোন: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫৩৮২, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২৩৪৫ ৫০৫০ থেকে প্রকাশিত এবং তৎকর্তৃক প্রতিদিন প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭২ থেকে মুদ্রিত। ফোন : ২৩৪৫ ৫৩৮২। সম্পাদক : **ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায়**

Year 17, Volume 47. Published by Derek O'Brien on behalf of All India Trinamool Congress from Trinamool Bhaban, 36G Topsia Road, Kolkata - 700039 Phone - 033 2345 5382, Fax - 033 2345 5050 and Printed by him from Pratidin Prakashani Private Limited, 20, Prafulla Sarkar Street, Kolkata - 700072. Phone : 2345 5382. Editor : **Dr. Partha Chattopadhyay**